দর্শনায় ধানের শীষের পক্ষে শহরে মিছিল ও সমাবেশ

দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক মুকুল শাহ ও ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে ধানের শীষের মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার দিকে ধানের শীষের পক্ষে দর্শনা শহরে একটি নারী মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ মিছিলটি দর্শনা পুরাতন বাজার সোসাইট চত্বর থেকে ধানের শীষের পক্ষে একটি মিছিল দর্শনা শহর প্রদক্ষিণ করেছে। দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক কমিটির সদস্য ও দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক জিএস এনামুল হক শাহা মুকুল ও দর্শনা পৌর সাবেক ছাত্র দলের সভাপতি ও সাবেক সিনিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেনের নেত্রীতে এ নারী মিছিলটি বের হয়।

দর্শনা সোসাইট চত্বর থেকে ধানের শীষের পক্ষে মিছিলটি বের হয়ে দর্শনা শহর প্রদক্ষিণ করে পুরাতন বাজার সোসাইট চত্বরে এসে সমাবেশ করেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক কমিটির সদস্য ও দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক জিএস এনামুল হক শাহা মুকুল ও দর্শনা পৌর সাবেক ছাত্র দলের সভাপতি ও সাবেক সিনিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, টুটুল শাহ, অপু, বকুল শাহ প্রমুখ।

জীবননগরের বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলু’র মৃত্যুতে উত্তপ্ত শহর, অবরোধ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলু’র মৃত্যু সংবাদে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্স এবং শহরের প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়।

গত সোমবার রাত ১০টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশে একটি কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ এর এক পর্যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন পরে সেনাবাহিনীর একটি টিম তাকে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শামসুজ্জামান ডাবলু জীবননগর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। মৃত্যুর খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতাকর্মীরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং শহরের প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে। এই অবরোধ রাত ১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে।

সকাল ১০টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম স্থানীয় শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করলেও তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। এরপর সকাল ১১টায় জীবননগর থানার একটি টিম স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে বিক্ষিপ্ত জনতা তাদের উপর হামলা চালায়। এ সময় জীবননগর থানার ওসি সহ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হন।

দুপুর ১টায় লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, জেলা প্রশাসক মোঃ কামাল হোসেন এবং পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুল ইসলাম । লাশ নেওয়ার পরপরই জীবননগরের প্রধান সড়কগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে এবং ব্যবসায়ীরা দোকান খুলতে থাকেন।

জেলা প্রশাসন মোঃ কামাল হোসেন বলেন, ময়না তদন্ত করা হবে ময়না তদন্ত শেষে যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহে স্বর্ণময়ীর বাড়িতে শোকের মাতম, শহরে নিন্দার ঝড়

ঢাকার মিডিয়া কর্মী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুকে কোন রকম ভাবেই মেনে নিতে পারছে না পরিবার, বাড়িতে বইছে শোকের মাতম, এদিকে কে নিয়ে ঝিনাইদহ শহর জুড়ে চলছে নিন্দার ঝড়।

গত ১৮ অক্টোবর ঢাকা স্ট্রিম হাউজের মিডিয়া কর্মী স্বর্ণময়ী শেরেবাংলা নগরের নিজ বাসায় আত্মহত্যা করে। এই আত্মহত্যার কারণ হিসেবে উঠে আসে একই হাউজের একই জেলার সিনিয়র পুরুষ সহকর্মী আলতাফ শাহনেওয়াজ নয়নের নাম।

স্বর্ণময়ী ঝিনাইদহ শহরের আর্দশ পাড়ার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভক্তি গোপাল বিশ্বাসের মেয়ে। অপর দিকে আলতাফ শাহনেওয়াজ নয়ন একই শহরের হামদহ এলাকার মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেনে ছেলে।

এদের উভয়ের গ্রামের বাড়ি একই ইউনিয়নে এবং কর্মস্থল একই হাউজে হওয়ায় সর্ম্পকের সুত্রতা তৈরি হয়। কদিন ধরেই এনিয়ে ঢাকার মিডিয়া হাউজ এবং ঝিনাইদহে সোস্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

কতিথ আলতাফ শাহনেওয়াজ নয়নের বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচিতি থাকলেও যারা প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা তারা বলেন উনি কখোনই মুক্তিযুদ্ধ করেন নি, পরবর্তিতে বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ করে তার ছেলের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট অর্জণ করেছেন।

স্বর্ণময়ীর বন্ধু স্বজনদের নিকট থেকে জানা যায়, সে একজন অত্যন্ত সাহসি এবং প্রগতিশীল মানষিকতার মেয়ে ছিলেন। একই মিডিয়া হাউজে কাজ করার সুবাদে স্বর্ণময়ীকে নানাভাবে মানষিক এবং যৌন হয়রানি করত এই নয়ন। শুধু তাকেই নয় সেই অফিসের ২৬জন সহকর্মী তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেন সম্পাদক বরাবর।

কিন্তু সম্পাদক নয়নের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করে অভিযোগ কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে থাকে এই আলতাফ শাহনেওয়াজের ডাক নাম নয়ন। যিনি নির্লিপ্ত নয়ন নামে কবিতা লিখতেন, ছিলেন প্রথম আলো পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদকও ।

তারপর তার পড়ালেখা ও বেড়ে ওঠা সম্পর্কে এখন নানা মুখরোচক

আলোচনা শোনা যাচ্ছে। তিনি প্রতিবন্দ্বী কোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায় সুযোগ করে নেন। এই ধরণের হয়রাণির ঘটনার শিকার হয়ে তার বোন আত্মহত্যা করে বলে আমরা জানি। যে নয়ন সেদিন তার বোনের ধর্ষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছিলো অনেকেই এগিয়ে এসছিল সেই প্রতিবাদ মিছিলে, আজ সে নিজেই একজনের আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাড়ালেন বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক বলে দাবি করেণ শহরের বিজ্ঞজনেরা।

সহকর্মীর বিরুদ্ধে এধরণের যৌন নিপিড়নের কারণে অত্মহত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এলাকাবাসী এবং এই নয়নের গ্রেপ্তার পূর্বক সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে শাস্তি দাবি করেণ তারা। তারা জানান এই অপরাধ ক্ষমাহীন। নয়ন তার ফেসবুকে লিখেছিল “যার ব্রে’স্টের শেপ এরকম ভচকানো, তার বাংলাটা ভচকানো হবে” উপরের এই বাক্যটি স্বর্ণময়ীকে নিয়ে নাকি লিখেছিল। যা স্বর্ণময়ীকে এক পর্যায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে ।

স্বর্ণময়ীর বাড়িতে গেলে দেখাযায় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক বাবা শোকে মুর্ছমান। অপরদিকে নয়নের বাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। স্বর্ণময়ীরা দুই ভাই বোনের মধ্যে সে ছোট। ঝিনাইদহবাসী এবং দেশের ২৪৭জন বিশিষ্ট নাগরিক এই প্ররোচিত হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে বিচার দাবি করেণ।

গাংনী শহরে ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

গাংনী পৌর বিএনপি’র ৯ নং ওয়ার্ড শাখার কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এশার নামাজের পর ৯ নং ওয়ার্ডের থানাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ফজলুল হকের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন।

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে মেহেরপুর শহরে ব্লকেড কর্মসূচি

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে মেহেরপুর শহরে ব্লকেড কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকেল চারটার দিকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী ছাত্র ও যুব আন্দোলন, রেড জুলাইসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। কর্মসূচিটি সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চলেছে।

এ সময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা “দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা”, “আওয়ামী লীগের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না”, “আওয়ামী লীগ, ব্যান্ড ব্যান্ড”এমন নানা স্লোগান দেন।

বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব তামিম হোসেন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ ।

মেহেরপুর শহরে কোথায় কখন ঈদের জামায়াত

মেহেরপুর শহরে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের জামায়াত বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের সুবিধার্থে শহরের বিভিন্ন স্থানে জামায়াতের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রধান ঈদ জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে পৌর ঈদগাহে সকাল ৮ টায়।

মেহেরপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ ঈদ জামায়াতের সময়সূচি, পুরাতন ঈদগাহ ময়দান- সকাল ৮:১৫, কোর্ট মসজিদ প্রাঙ্গণ – সকাল ৮:৩০, জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র – সকাল ৭:৪৫, থানা মসজিদ

প্রাঙ্গণ – সকাল ৭:৩০, মহিলাদের জামায়াত (পৌর ঈদগাহ) – সকাল ৮:৪৫, আহলে হাদিস জামায়াত (শামজুজ্জোহা পার্ক প্রাঙ্গণ) – সকাল ৬:৪৫, উপজেলা মডেল মসজিদ – সকাল ৮:৩০ মিনিটে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

ঈদের খুশি সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক, এই কামনায় মেহেরপুর প্রতিদিন এর পক্ষ থেকে সবাইকে ঈদ মোবারক!

মেহেরপুর শহরে প্রকাশ্যে দিবালোকে ব্যবসায়ীর গোডাউন ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

মেহেরপুর শহরে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাড়ি দখল ও প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের বীজ লুটপাট করার অভিযোগে এনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে সওদাগর নামের এক ব্যক্তি।

ঘটনাটি মেহেরপুর শহরের ফৌজদারি পাড়া এলাকায় ঘটেছে।

সওদাগরের লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, জনৈক আনোয়ারা খাতুনের কাছ থেকে প্রায় ৯ বছর আগে সাড়ে তিন কাটা জমি রেজিস্ট্রি ও দেড় কাঠা জমি বাইনা নামা সূত্রে কিনে সেখানে গোডাউন নির্মাণ করে কফিসহ অন্যান্য সব্জী বীজের ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। চলতি মৌসুমে প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন সব্জী বীজ সেখানে মজুদ করা হয়েছে।

গত ২৩ মে রাত আনুমানিক ৯.৪০ মিনিটের দিকে শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার মোসির ছেলে শহিদুল ইসলাম (৫০), মুখার্জিপাড়া এলাকার মুনতাজ আলীর ছেলে সুজন আলী (৪০), মো: জীবন (৩৫), শুভ (৩২). ফৌজদারিপাড়া এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে রুবেল (৪০) তার স্ত্রী দুলালী (৩৫), রবির ছেলে ডালিম (৪০), জলিলের ছেলে রকি (৩৫), ক্যাশবপাড়া এলাকার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী ছবি খাতুন (৪৫)সহ প্রায় ১০/১২ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি প্রকাশ্যে দিবালোকে সন্ত্রী

কায়দায় গোডাউনে হামলা করে। গোডাউনের তালা ভেঙ্গে তারা প্রায় এক কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের কফিসহ অন্যান্য সব্জী বীজ লুট করে। এছাড়া প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের অন্যান্য বীজ বিনষ্ট করে। পরে খবর পেয়ে গোডাউনের সামনে যেতেই লুটপাটের এসব চোখে পড়ে বিবাদী সওদাগর আলীর।

সওদাগর বলেছেন, জমি সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই প্রতিপক্ষরা আমার গোডাউন লুট করেছে। তিনি অভিযোগে আরো বলেছেন, এসময় তাদের বাঁধা দিতে গেলে প্রতিপক্ষরা আমাকে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছে। এছাড়া এই বিষয়ে আইনে গেলেও আমাকে খুন জখম করবে বলে হুমকি দিয়েছে তারা।

তিনি গোডাউন ভাংচুর ও লুটপাটের বিচার দাবী করেছেন প্রশাসনের কাছে। বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর শহরে শুরু হয়েছে নানা সমালোচনা। মেহেরপুর সদর থানা থেকে সামান্য দুরে প্রায় ঘন্টাব্যাপি প্রকাশ্যে দিবালোকে এ ধরনের ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটলেও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেননি বলে অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়ার সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, “অভিযোগ হয়েছে কিনা এটা আমার জানা নেই”। তিনি আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ফোনটি কেটে দেন।

মেহেরপুর শহরে হেরোইনসহ মাদক কারবারী আটক

মেহেরপুর শহরে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদক বিরোধী অভিযান ১৫ পুরিয়া হেরোইনসহ শাহিন আলী নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে।

আটক শাহিন আলী মেহেরপুর শহরের চক্র পাড়া আবুল কাশেমের ছেলে। শনিবার (১৫ অক্টোবর) বিকালের দিকে মেহেরপুর বাস টার্মিনাল থেকে শাহিন আলীকে আটক করা হয়।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম তাকে আটক করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ (সংশোধনী/২০২০) সনের ৩৬(১)সারণির ৮ (ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আটক শাহিন আলী কে আদলেতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরে মামলার স্বাক্ষীকে পেটালেন আসামিরা

মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোষ্ট অফিস পাড়াতে একটি মামলায় স্বাক্ষী হওয়ায় সেলিম রেজা (৪২) নামের এক কাপড় ব্যবসায়ীকে রড দিয়ে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন আসামিরা।

আহত সেলিম রেজা শহরের পুরাতন পোষ্ট অফিস পাড়া এলাকার আব্দুল খালেকের ছেলে।

শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে ওই পাড়াতে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে।

আহত সেলিম রেজা জানান, পুরাতন পোষ্ট অফিসপাড়া এলাকার দরগাটি স্থানীয় সিয়াম, তার দুলাভাই দারিয়াপুর গ্রামের সুমনসহ তাদের লোকজন দখল করে নেই। এই দখলকে কেন্দ্র করে পৌর সভার নারী কাউন্সিলর আল্পনা খাতুনকে মারপিট করে তারা। এই ঘটনায় আল্পনা খাতুন তাদের নামে একটি মামলা দায়ের করেন।যার মামলা নং ৫৭৭/১৯। এই মামলায় আমি ৩ নং স্বাক্ষী হওয়ায় তারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে হুমকী ধামকী দিয়ে আসছিল। গতরাতে আমি বাড়ি ফিরছিলাম।

এসময় তারা আমাকে রড, জিআই পাইপ দিয়ে হামলা চালায়। স্থানীয়রা ছুটে আসলে তারা পালিয়ে যায়। পরে আমাকে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করে।

তার মাথায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের ক্ষত রয়েছে বলে জানান মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক বেলাল হোসেন সুমন।

মেহেরপুর শহরে জুয়েলারী দোকানে সিধেঁল কেটে দুধর্ষ চুরি, টাকা স্বর্ণ ও রুপা লুট

মেহেরপুর শহরের কাঁশারীবাজার এলাকার আপন জুয়েলার্সে দুধর্ষ সিধেঁল চুরির ঘটনা ঘটেছে। আপন জুয়েলার্সের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে ঢুকে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে চোরের দল।

এতে ২৫ থেকে ৩০ ভরি স্বর্ণ, ১০০ ভরি রুপা ও নগদ দুই লক্ষ টাকা নিয়ে গেছে বলে দাবী করেছেন জুয়েলার্সের মালিক মহাদেব কুমার পাত্র।

শুক্রবার দিবগত রাতের কোনো এক সময় (আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর ভোররাত পর্যন্ত)এই চুরির ঘটনা ঘটেছে।

আপন জুয়েলার্সের স্বতাধিকারী মহাদেব কুমার পাত্র ও শংকর কুমার পাত্র বলেন শুক্রবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়।

আজ শনিবার সকাল ৯ টার দিকে দোকান খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি সব কিছুই তছনছ হয়ে পড়ে রয়েছে। দুইটি সিন্দুক ভেঙ্গে ২৫/৩০ ভরি স্বর্ণ ও ১০০ রুপাসহ নগদ ২ লাখ টাকা নিয়ে গেছে।

চোরের দল দোকানো লাগানো তিনটি সিসি ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলেছে। তারা সিসি ক্যামেরারর ভিভিআরটি নিয়ে গেছে।প্রায় অর্ধকোটি টাকার স্বর্ণ ও রুপা নিয়ে গেছে বলে জানান তিনি।

ধারণা করা হচ্ছে, ওই মার্কেটের দ্বিতীয় তলা থেকে নিচে নেমে এসে দোকানের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে চোরের দল।

খবর পেয়ে শনিবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, সাধারন সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, জুয়েলারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন ঘটনাস্থলে আসেন।

জুয়েলারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন বলেন, মেহেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই জুয়েলারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি। সারারাত পুলিশ এই বাজারে ডিউটি করেন। অথচ, এর মধ্যেই এই দুধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটলো। এর আগেও বাজারে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবী জানান, বাজারটিতে পুলিশের টহল বাড়ানো এবং এই ঘটনাটির সাথে জড়িত চোরদের খুটে খুটে বের করে এনে আইনের আওতায় আনা।

এদিকে খবর পেয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ রাফিউল আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) মো: জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম ও র্যাবের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এছাড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ রাফিউল আলম বলেন, চুরির ঘটনায় বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয়টি সর্ব্বোচ্ছ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে পুলিশ।